তারিখ 31 DEC 2016
পৃষ্ঠা 4 কলাম 6

যুগান্তর

মো. সিদ্দিকুর রহমান

বই উৎসবের আনন্দ ম্লান করছে নোট-গাইড

কাল বছরের প্রথম দিন সারা দেশে একযোগে উদযাপিত হতে যাচ্ছে শিক্ষার্থীদের বইপ্রাপ্তির মহোৎসব। বিনামূল্যে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দশম শ্রেণীর বই বিতরণে সাফল্য দেখিয়ে আসছে বাংলাদেশ। অথচ এ ধরনের সাফল্যকে ম্লান ?করে দিচ্ছে শিক্ষিত নামে কতিপয় বিশেষজ্ঞ বা ক্ষমতার শীর্ষে থাকা কিছু ব্যক্তি। ব্রিটিশ আমলে এক অজপাড়াগাঁয়ের যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে এসে ইংরেজ সাহেব এক কৃষকের স্ত্রীকে ভাগিয়ে নিয়ে যায়। তখন ওই কৃষক আর্তনাদ করে বলেছিল, 'এ উন্নয়ন আমি চাইনি, যে উন্নয়ন আমার সর্বনাশ ডেকে এনেছে, ছোট্ট শিশুদের মা-হারা করেছে।' অনুরূপভাবে আজকের দিনে সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, এ বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক কতটুকু কাজে আসছে? বিপুল অংকের টাকা দিয়ে তো নোট-গাইড বই কিনতে হচ্ছে। শিক্ষাব্যবস্থা এমন পর্যায়ে এসেছে যে, নোট-গাইড ছাড়া যেন শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক সবাই অচল! বহু শিক্ষার্থী একাধিক প্রকাশনীর নোট-গাইড সংগ্রহ করছে। কারণ, প্রাথমিক পাঠ্যবইবহির্ভূত প্রশ্ন তৃতীয় শ্রেণী থেকে শুরু। এত লেখালেখির পরও পাঠ্যবইবহির্ভূত প্রশ্নের ব্যাপকতা কমছে না।

২০১৫-২০১৬ বছরে নতুন করে পাঠ্যবইবহির্ভূত রচনা দিয়ে পাঠ্যবইকে আরও গুরুত্বহীন করে নোট-গাইডকে উৎসাহিত করা হয়েছে। পরীক্ষায় বহুনির্বাচনী ৫০টি প্রশ্ন দিয়ে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষকদের গাইড বই দেখে প্রশ্নপত্র করার সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। শিক্ষকদের প্রশ্নের বিচলক উত্তর খোঁজার জন্য চিন্তা ও সময় ব্যয় করতে হয় না। ভালো ফলাফলের জন্য পাঠ্যবই না পড়লেও তেমন কোনো সমস্যা হয় না। শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কিছু লোকজন একসঙ্গে মিলেমিশে নোট-গাইডের প্রসার ঘটাচ্ছে। এ সংঘবদ্ধ কর্মকাণ্ড আগামী প্রজন্মকে কোথায় নিয়ে যাবে তা কি সংশ্লিষ্টরা একবারও ভাবছে? সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী, সচিব, মহাপরিচালক, কারও যেন কিছু করার নেই। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) বিশেষজ্ঞরা দিন দিন পরীক্ষা ব্যবস্থাকে জটিল করে নোট-গাইডের প্রসার ঘটিয়েছে। এদিকে আইনশৃংখলা বাহিনী প্রশাসনের নীরবতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে একাকার হয়ে আছে। এ নীরবতা দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের পাশাপাশি নোট-গাইডের শতভাগ সফলতা! এর মাধ্যমে জ্ঞান বা যোগ্যতা অর্জন

ছাড়াই পরীক্ষায় এ প্লাসের ছড়াছড়ি। প্রাথমিকের সমাপনী পরীক্ষা বন্ধের যুক্তি সরকারের কাছে অচল। এ পরীক্ষার জন্য বরাদ্দকৃত বিরাট অংকের অর্থে অনেকেই লাভবান হয়ে থাকে। পাশাপাশি লাভবান হয় মিষ্টি বিক্রেতারাও। পাস নিয়ে গর্ব করেন শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্টরা, এমনকি খোদ মন্ত্রীরাও। আমি নোট-গাইডের প্রকাশকদের ওপর তেমন দোষারোপ করছি না। কারণ তারা ব্যবসায়ী। সরকারের সংশ্লিষ্টরা যখন অতি উৎসাহী, তখন অন্যদের কিছু বলা যুক্তিযুক্ত নয়। ব্যবসায়ীরা ম্যানেজ করে ব্যবসা করে থাকে। বর্তমান সময়ে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক— সবার মনে বদ্ধমূল ধারণা, নোট-গাইড ছাড়া পাসের বিকল্প নেই। শিশুদের জ্ঞান অর্জন ও প্রতিভার বিকাশ আজ শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। অনেক ডিগ্রিধারী ব্যক্তি জ্ঞান বিতরণ ছাড়াই ছোট্ট শিশুদের কঠিন কঠিন ইংরেজি-বাংলা শেখায়। শিশু শিক্ষার এ বেহাল দশা নিয়ে কোনো আন্দোলন হয় না।

নোট-গাইডের ব্যাপকতা শিক্ষাব্যবস্থায় অনেক সফলতাকে ম্লান করে দিয়েছে। অফিস আদেশ জারি করে নয়, নোট-গাইড প্রণেতাদের শাস্তি দিয়ে নয়, নোট-গাইডের ব্যাপকতার মূল কারণগুলো দূর করতে হবে। যেমন— বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশের অভাব, শিক্ষক স্বল্পতা, পাঠ্যবইবর্হিভূত প্রশ্নের ব্যাপকতা, শিক্ষকদের যাবতীয় সমস্যার যথাসময়ে সমাধান না করে তাদের অফিসমুখী করা। সরকার নোট-গাইডের ব্যাপকতা রোধে কার্যকর উদ্যোগ না নিয়ে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল শিক্ষা থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। সুশীল সমাজসহ অভিভাবক, শিক্ষক, রাজনীতিক সবাইকে নোট-গাইড বন্ধের আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমীপে নিবেদন— নোট-গাইড বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিন, নতুবা নোট-গাইডের ব্যাপকতায় জানুয়ারির ১ তারিখের বই উৎসব হবে অর্থহীন। শিশু শিক্ষার্থীদের নোট-গাইডের ভয়াল থাবা থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপই একমাত্র ভরসা। শিগ্‌গিরই এ সমস্যার সমাধান হবে, এ প্রত্যাশা সবার।

মো. সিদ্দিকুর রহমান : *আহ্বায়ক, প্রাথমিক শিক্ষক অধিকার সুরক্ষা ফোরাম।*
siddiqsir54@gmail.com